তারিখ 9 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

যায়যায়দিন

মেধা তালিকায় তৃতীয় মনিপুর স্কুলের কাছে সরকারের পাওনা দেড় কোটি টাকা

সাথীয়া খান

এবারের মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে মিরপুরের মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। কিন্তু এ স্কুলটির কাছে সরকারের পাওনা প্রায় দেড় কোটি টাকা। গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের এক তদন্ত রিপোর্টে এ তথ্য জানা গেছে।

এ প্রতিষ্ঠানটির কাছে প্যাটার্ন বহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন গ্রহণ, অতিরিক্ত স্কেল গ্রহণ, অবৈধভাবে বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা উত্তোলনসহ বিভিন্ন অর্থ পায় সরকার।

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানে চারজন সহকারী প্রধান শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে ছয়জন সহকারী প্রধান শিক্ষক কর্মরত। ফলে অতিরিক্ত দুজন সহকারী প্রধান শিক্ষক প্যাটার্ন বহির্ভূত। তাদের কাছে সরকারি পাওনা প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা।

এছাড়া প্যাটার্ন বহির্ভূত ১২ জন সহকারী শিক্ষক গৃহীত ২২ লাখ ৫৫ হাজার ৪০৯ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। প্যাটার্ন বহির্ভূত একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর কাছে সরকারের পাওনা ২ লাখ ৮ হাজার ৬৯৫ টাকা।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ১১৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী সরকার প্রদত্ত এবং প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা (একই সুবিধা দুটি খাত থেকে গ্রহণ করায়) বাবদ অতিরিক্ত গৃহীত ২০ লাখ ৫৫ হাজার ৯০০ টাকা ও ২৯ লাখ ৮৯ হাজার ২৮০ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য। অতিরিক্ত স্কেল গ্রহণ করায় ১ লাখ ৯৬ হাজার ৫৩ টাকা এবং কম্পিউটার সরবরাহকারীর বিল থেকে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় ১ লাখ ১৯ হাজার ৪১০ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত রিপোর্ট

অন্যান্য বিভিন্ন খাতে আয়কর ও ভ্যাট প্রদান না করায় প্রায় ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা সরকারের কোষাগারে জমা দেয়ার কথা বলা হয়েছে রিপোর্টে। ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে এক লাখ টাকারও বেশি আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে প্রতিষ্ঠানটিতে। প্রতিষ্ঠানটির কাছে এসব বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত ১ কোটি ৪৯ লাখ ৭৩ হাজার ৫০৩ টাকা পায় সরকার। এছাড়া জমি কেনা বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় ২২ লাখ ৩২ হাজার টাকার হিসাবসহ বিভিন্ন খাতের খরচের হিসাব প্রদর্শন করতে পারেনি। বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত অর্থের ভাউচারও দেখাতে পারেননি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

পরিদর্শনকালে তদন্ত কর্মকর্তারা ক্যাশ বই স্থিতি, ক্যাশ বইয়ে কাটাকাটি, পেন্সিল ব্যবহার, ঘষামাজা ও ফ্লুইড ব্যবহার, খাত পরিবর্তন করে লেখার প্রমাণও পেয়েছেন। সরেজমিন কাউন্টারে গিয়ে ক্যাশ যাচাইয়ে ৩৬ লাখ ৬৬ হাজার ২৩৪ টাকা নগদ পান। বিপুল পরিমাণ অর্থ নগদ সংরক্ষণের প্রমাণও পায় তদন্ত দল।

সরেজমিন ক্যাশ যাচাইয়ে ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা ঘাটতি পাওয়া গেছে। বিধি বহির্ভূতভাবে ইসলামী ব্যাংকের চেকের বিপরীতে টাকা প্রদানের প্রমাণও পায় তদন্ত দল। ৮ কোটি ২৭ লাখ ৪৯ হাজার ৬০৬ টাকা বেসরকারি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রতিষ্ঠানটিতে মেধা তালিকার বাইরে ৯১৮ জনকে ভর্তি করার প্রমাণ পায় তদন্ত দল। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আয়কর বাবদ ৭ লাখ ৫৮ হাজার ৪০০ টাকা আদায় অযৌক্তিক উল্লেখ করা হয়। ২০০৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেশন ফি বাবদ ১০ লাখ ১৯ হাজার ৭০০ টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।